কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুর্দ্দা। সে যে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোট ভিক্ষুক বড় ভিক্ষুককেই রাজা বলে' মনে করে' বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না পরে' রাস্তার দুই ধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে তোরা লোভীরা তা'কেই রাজা বলে' ঠাউরে বসে' আছিস্!—ঐ যে আমার পাগ্‌লা আস্‌চে। আয় ভাই আয়—আর ত বাজে বক্‌তে পারিনে—একটু মাতামাতি করে' নেওয়া যাক্!

(পাগলের প্রবেশ ও গান)

তোরা যে যা বলিস্ ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই॥
সে যে চম্‌কে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
যায় না তা'রে বাঁধা,
তা'র নাগাল পেলে পালায় ঠেলে
লাগায় চোখে ধাঁদা,
তবু ছুট্‌ব পিছে মিছে মিছে
পাই বা নাহি পাই
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হ'য়ে ধাই॥

তোরা পাবার জিনিষ হাটে কিনিস
রাখিস্ ঘরে ভরে',
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগ্‌ল কেন মোরে !
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে,
আমার ফুরয় পুঁজি, ভাবিস্ বুঝি
মরি তাহার শোকে !
ওরে আছি সুখে হাস্যমুখে
দুঃখ আমার নাই।
আমি আপনমনে মাঠে বনে
উধাও হ'য়ে ধাই ॥